জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৴০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৩শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২১শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৬৩ ইংরাজী 7th Nov. 1956 | ২৫শ সংখ্যা

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৯শে নভেম্বর ১৯৫৬

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

১১৮ থাঃ ডিঃ রাধারাণী ঘোষ মজুমদার দেং কাশিম মণ্ডল দিং দাবি ১১৩৮৵৯ পাই থানা সাগরদীঘি মৌজে নিস্পাবিড়ল ২-৮২ শতকের কাত ১৩৷৴৪ আঃ ১০০৲ খং ১৪৯ রায়ত স্থিতিবান

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৫৬

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

১৯২ থাঃ ডিঃ মাশুমা খাতুন সাহেবা দেং উমাপতি মুখোপাধ্যায় দিং দাবি ২৯৷৴৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে বুধরুক দেবগ্রাম ৫৩ শতকের কাত ৩৴৬ আঃ ৫০৲ খং ৬৩

১৯৩ থাঃ ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৫৭৷৶৬ মৌজাদি ঐ ২ ২৩ শতকের কাত ৮৴৯ আঃ ২২০৲ খং ৭৭

৯৪ থাঃ ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৮৭৷৵৯ মৌজাদি ঐ ৬-৭২ শতকের কাত ২৲৴৬ আঃ ৩৫০৲ খং ১১১

১৯৫ থাঃ ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৭৬৷৴৯ মৌজাদি ঐ ২-৬৪ শতকের কাত ১১৲ আঃ ২৫০৲ খং ৬১

১৯ থাঃ ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১০২৶৯ মৌজাদি ঐ ৩-২৩ শতকের কাত ১৫৷৵৬ আঃ ৩২০৲ খং ১১৭

১৯৮ থাঃ ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৪৯৷৩ মৌজাদি ঐ ১-৯২ শতকের কাত ৬৷৵৩ আঃ ১৯০৲ খং ৬০

১৪০ থাঃ ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দিং দাবি ৮৭৴৯ থানা সগরদীঘি মৌজে কানিনাপুর ৮৫ শতকের কাত ৪১ আঃ ৭৫৲ খং ১০৭

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৬৩ সাল।

পঞ্চশীলের পঞ্চত্ব

—০—

গত ৫ই নবেম্বর দিল্লী মহানগরীতে রাষ্ট্রপুঞ্জ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার নবম অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী নেহেরু তাঁহার ভাষণে বলেন—সম্প্রতি মিশর ও হাঙ্গেরীর ঘটনাবলী স্বাধীনতা ও মানবতার শোচনীয় অবমাননার কথা প্রমাণ করিতেছে, জনগণের রাজনীতিক অধিকার দমনের জন্য আধুনিক মারণাস্ত্র ব্যবহার করা প্রমাণ করিতেছে।

তিনি বলেন, বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে পঞ্চশীল নীতি অনুসৃত হইবে বলিয়া যে সকল রাষ্ট্র কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হইয়াছে এবং আজ পঞ্চশীল শুধু কথার কথাই হইয়া রহিয়াছে।

আমাদের শান্তিকামী প্রধান মন্ত্রী নেহেরুজী যখন যে দেশে আহূত বা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন সেই দেশে গিয়া এই পঞ্চশীলের মহিমা তৎ তদ্দেশের শাসন-বিধাতৃগণের শ্রবণ করাইয়া যাহাতে পৃথিবী হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ অন্তর্হিত হয় তাহার জন্য কায়-মনোবাক্যে প্রচেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। যদি কোন ভিন্ন রাজ্যের অধিনায়ক আমাদের দেশে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, প্রধান মন্ত্রী মহাশয় তাঁহাকেও এই পঞ্চশীল মাহাত্ম্য শুনাইয়া তাঁহার প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। বক্তা প্রধান মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয় নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করেন নাই, যে তাঁহার শ্রোতা সত্য সত্যই তাঁহার ভাষণে মুগ্ধ হইয়া প্রশংসাজ্ঞাপক শিরঃসঞ্চালন করিলেন কি ভদ্রতার খাতিরে পঞ্চশীলের মধুরত্ব অনুভবের ভাব দেখাইলেন।

পঞ্চশীলের মহিমা কীর্ত্তনের ফল অনুভূত হইবার সময় হইবে কখন? যখন পঞ্চশীল প্রয়োগ করিয়া শ্রোতা উত্তেজনার সময়ও উহা প্রয়োগ করিয়া ধীর স্থির শান্ত হইয়া অবস্থান করিবে। প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট যাঁহারা পঞ্চশীলের মহিমা শুনিয়া উহাকে গ্রহণ করিবার আশা দিয়াছিলেন, যেই স্বার্থের বিঘ্ন উপস্থিত অমনি আস্তিন গুটাইয়া কলহে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমরা নূতন "এপ্রেন্টিস" দুজন কংগ্রেসীর অহিংসা পালন লইয়া তর্ক দেখিয়া অবাক হইয়াছিলাম। তর্ক বিতর্ক হইতে হইতে একজন আর একজনকে বলিলেন—তুমি মোটেই অহিংস নও। তিনি জামা কাপড় সামলিয়ে ঘুষি তুলে প্রতিপক্ষকে আহ্বান করিয়া বলিয়া উঠিলেন—বলো আর একবার অহিংস নও বলেছ কি ঘুষিতে নাক ভেঙে দিয়েছি। অন্য ব্যক্তি বেগতিক দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইলেন। এই রকম পঞ্চশীল ভক্তের যে বহুরত্না পৃথিবীতে অভাব হইবে একথা জোর করিয়া বলা যায় না। সুতরাং মিশর ও হাঙ্গেরীতে যে অভিনয় চলিতেছে তাহা অস্বাভাবিক বলা যায় না।

আমরা করজোড়ে সবিনয়ে প্রধান মন্ত্রী নেহেরু-জীকে নিবেদন করি—ভবৎশাসিত ভারতের সমস্ত রাজ্য অন্বেষণ করিয়া দেখুন পঞ্চশীল মানিয়া চলেন এমন কয়জন বৈতনিক ও অবৈতনিক মহাপুরুষ বিদ্যমান আছেন। এই রাজ্যেই "প্রশেসন" বাহির করিয়াছে বলিয়া উত্তেজিত রাজপুরুষ অবলা মহিলা-গণের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করিবার আদেশ দিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই।

তবে একথা ঠিক যে বৌদ্ধযুগ প্রবর্ত্তিত হয় খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। বুদ্ধদেবের মহানির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয় কাহারও মতে খ্রীঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে, কাহারও মতে খ্রীঃ পূঃ ৪৭৮ অব্দে। মগধাধিপতি যে অশোক বাল্যকালে এত দুর্দ্দান্ত ছিলেন, যে কথিত আছে তিনি আপনার ভ্রাতাদিগের প্রাণ সংহার করিয়া খ্রীঃ পূঃ ২৬৩ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে খ্রীঃ পূঃ ২৫৮ অব্দে হিন্দু-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মাত্র ৩৭ বৎসর রাজত্ব করার পর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। খ্রীঃ পূঃ ২২৬ অব্দে তিনি মহাপ্রয়াণ করেন।

বুদ্ধদেব প্রবর্ত্তিত পঞ্চশীল সম্রাট অশোক মানিয়া চলিতেন।

৭৮৮ খ্রীঃ অব্দে কেরল দেশে শঙ্করাচার্য্য জন্ম-গ্রহণ করেন। ৩২ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ৮২০ খ্রীষ্টাব্দে কেদার তীর্থে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে। শঙ্করাচার্য্যের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারত হইতে প্রায় বিদায় গ্রহণ করে।

১৯৪৭ অব্দে প্রধান মন্ত্রী নেহেরুজী ভারত শাসনভার গ্রহণ করেন। এতদিন লোকচক্ষের অন্তরালে থাকিয়া পঞ্চশীল যখন আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাইয়াছে তখন ইহার পঞ্চত্ব অসম্ভব। দায়-ভাগ ও মিতাক্ষরা বৌদ্ধযুগের বহুপূর্ব্ব হইতে ভারতে দায়াধিকারে অধিকার রক্ষা করিয়া হঠাৎ লুপ্ত হইল। কে জানে ফরাজ (মুসলমানের দায়াধিকার পদ্ধতি) এর সহিত দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা মিলিয়া গেল কি না। কেবল মাত্র মিশর ও হাঙ্গেরীতে পঞ্চশীল লঙ্ঘন করিলে ইহার অবলুপ্তির আশঙ্কা নাই।

কর-প্রসারণ

—০—

কর-প্রসারণ শব্দে কেহ যেন মনে না করেন—রোরুদ্যমান সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা দিবার জন্য জননী হাত বাড়াইয়াছেন। শ্রবণ করুন—

ভারতের ফাইন্যান্স কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীকে, শান্তনম্ পুরাতন কথা নূতন করিয়া শুনাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জনসাধারণকে অধিক পরিমাণে করভার বহন করিতে হইবে। অবশ্য অনধিক করের মাহাত্ম্য যাহারা অনুভব করিতেছে, তাহারা শ্রীযুত শান্তনমের তত্ত্বকথা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে। তাহারা জানে, করের পরিমাণ বাড়িবে, মুদ্রাস্ফীতির ফলে মহার্ঘতা বাড়িতে থাকিবে, বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাইবে। কেবল গরীব ও মধ্যবিত্তের উপার্জ্জন অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

সংক্রামক ব্যাধি এলাকা

সাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান যায় যে কলেরা রোগ নিবারণ ও প্রতিরোধার্থে পশ্চিম বঙ্গ সরকার সমগ্র জঙ্গিপুর মহকুমাকে সংক্রামক ব্যাধি এলাকা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃ-

পক্ষ ঢোল সহরত দ্বারা সহরবাসী ও দোকানদার-গণকে এ বিষয়ে যথাকর্ত্তব্য পালন করার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

বদলী ও আগমন

জঙ্গিপুর মুন্সেফী আদালতের প্রথম মুন্সেফ শ্রীসুধীন্দ্রমোহন গুহ মহাশয় বাঁকুড়ায় ও দ্বিতীয় মুন্সেফ শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বারুইপুরে বদলী হইয়াছেন।

শ্রীকাশীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জঙ্গিপুর মুন্সেফী আদালতের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা নবাগত মুন্সেফ মহোদয়কে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

বিক্রয়

১। শিল্প ও ব্যবসা কেন্দ্র মির্জ্জাপুরে রেল ষ্টেশন ও হাই স্কুলের সন্নিকটে ডি, বি রাস্তার উপর দীঘির পাহাড়ে পুষ্পোদ্যান ও মূল্যবান বৃক্ষাদি সহ মনোরম পরিবেশে বাংলো প্যাটার্ণের দ্বিতল বাড়ী সুলভে বিক্রয় হইবে।

২। (১) ৩½ বিঘা বাউণ্ডারী মধ্যে ১৫ কামরা-যুক্ত মনোরম দ্বিতল বাড়ী, ফুল ও মূল্যবান ফল বাগান; (২) সম্মুখে দুইটি পুকুর (৭ বিঘা); (৩) বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে বাউণ্ডারী যুক্ত ৫০।৬০ বিঘা মূল্যবান ফল বাগান ও কৃষি বা বাসোপযোগী জমি। ডেয়ারী, পোল্‌ট্রি, ফিসারী, সেরী-কালচার ও হটী কালচারের যথেষ্ট সুবিধা আছে। গণকর ও জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের ২।৩ মাইলের মধ্যে। একত্রে, আংশিক বা জমি প্লটে সুলভে বিক্রয় হইবে। সত্বর অনুসন্ধান করুন।

শ্রীজগদানন্দ সরকার
পোঃ দফরপুর (মুর্শিদাবাদ)

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

প্ল্যানটেন মানে কলা

নৃত্যকলা, কাব্যকলা—বহু কলার চর্চ্চা,
নতুন নতুন প্ল্যান হতেছে তারও কত খরচা।
দশ রকমের প্ল্যান হ'লে প্ল্যানটেন কয়
তাকে,
প্ল্যানটেন মানে হয় যে কলা,
তাই বরাতে থাকে।
কত লক্ষ একর জমি নদী-নদের প্ল্যানে—
বেশী আবাদ হবেই হবে—বিশেষ অজ্ঞের
জ্ঞানে।

বান বর্ষায় ভরসা যত, কোথায় গেল ভেসে,
প্ল্যানটেন মানে যে কলা হয়—ভাগ্যে
রইল শেষে।

আর এক প্ল্যান কর-প্রসারণ
সকলে জানতো না,
জানিয়ে দিয়ে শান্তনম্ দিলেন
এই সান্ত্বনা।

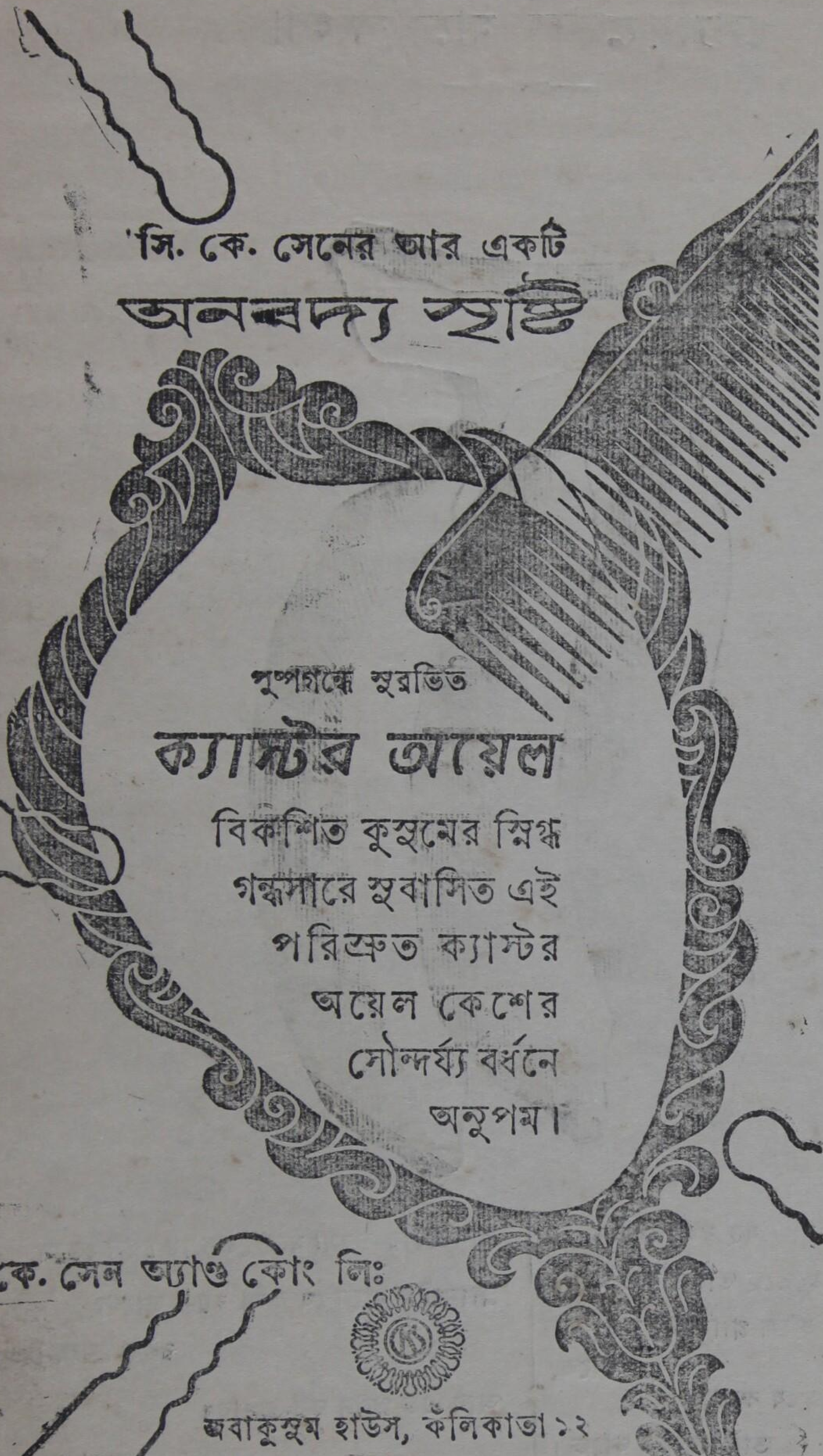

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১৯

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট:— ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্‌ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত